এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

ডিসেম্বর ২০১৩

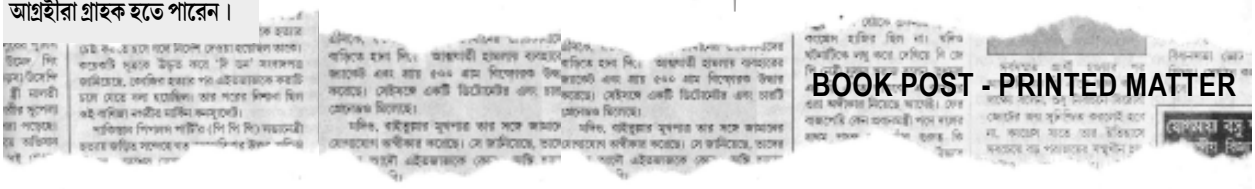

BOOK POST - PRINTED MATTER

পা রদ ১৯/৯১

পারদের ব্যবহার ও পারদ ব্যবহৃত সামগ্রীর উৎপাদন কমানো হবে। ধাপে ধাপে কমিয়ে ২০২০ সালের মধ্যে পারদের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করা হবে। এই জন্য আন্তর্জাতিক মিনামাতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। পারদ নিঃসরণে ভারতের স্থান চিনের পর। টক্সিক লিঙ্ক পত্র বলছে, ভারতে নব্বই শতাংশ পারদ বেরোয় কয়লা-দহনাজাত শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র ও তার সহযোগী শিল্প থেকে।

শৈবাল দাম! ১৯/৯২

জ্বালানি হবে শ্যাওলা থেকে। এই শ্যাওলার খোঁজ আছে কোট ডি আইভরিতে। কোট ডি আইভরি আফ্রিকায়। খোঁজ পেয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা। এই শ্যাওলায় এক জিন আছে। এই জিন দিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে উন্নতমানের জ্বালানি করা যায়। এই নিয়ে বিশ্ব জুড়ে গবেষণা চলছে। পেটেন্টের জন্য মুখিয়ে আছে বহুদেশ।

অ ধর্ম ১৯/৯৩

খালি খনিজ তেল নয়, বেশ বড় পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস বানায় পূজাস্থান, বিয়ে, অন্ত্যেষ্টি ও সমাধিস্থান। গ্যাস তৈরি হয় সৎকার কর্ম ও গোরস্থান থেকে, গ্যাস তৈরি হয় মন্দির, মসজিদ, বিহারে ধূপ-ঘুঁটে-কর্পূর জ্বালানো থেকে। গ্যাস তৈরি হয় বিয়ের ধর্মীয় আচার থেকে।

অঙ্কুরোদ্গম ১৯/৯৪

শিলং-এ বীজ উৎসব। উৎসব দেশজ বীজের। উৎসব শিলং-এর রংস্যাক বাজারে। রংস্যাকে তিন সজ্জিত ট্যাবলো ঘুরল বাজারে বাজারে। স্থানীয় বীজের মহিমা প্রচার হল। উৎসব থেকে চাষি বীজ ও বীজের তথ্য নিল। জেলার উদ্যানপালন ও কৃষি দফতরের বিশারদরা চাষির সঙ্গে মত বিনিময় করল।

জানবাহন... ১৯/৯৫

স্বচ্ছ জ্বালানি নীতি প্রণয়ন ও যান দূষণ হ্রাসে দ্রুত পদক্ষেপ। ফলে ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রায় দু-লক্ষ দশহাজার মানুষ অকালমৃত্যুর থেকে বাঁচবে। চিন ও ভারতে এর ফলে বাঁচবে নব্বই হাজার মানুষ।

চিন কৃষি সংকট সুরাহায় বেশ এগিয়ে। চিনের এই সংকট অনেকটা ভারতের মতো। চিনে এই সংকট আসানে দল করে কাজ হয়। চিনে কৃষক-বিজ্ঞানী যোগাযোগ -দেওয়া নেওয়া সদা সচল।

পোয়াবারো ১৯/৯৬

বন্যপ্রাণী পাচারে পশ্চিমবঙ্গে সুবিধা। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অনেকটা খোলা। প্রাণী পাচার হচ্ছে বাংলাদেশ, টাইল্যান্ড, চিন, মালয়েশিয়াসহ উপসাগরীয় দেশগুলোয়। চিনে যাচ্ছে এক জাতের টিকটিকি ওষুধ শিল্পে। টাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ায় যাচ্ছে কচ্ছপ সুপ বানাতে।

বাস্তব ! ১৯/৯৭

ভারত-ইন্দোনেশিয়া-ফিলিপিন্স অ্যাগ্রিমেন্ট অন অ্যাগ্রিকালচার -এর পরিমার্জনা চাইছে। চাইছে চুক্তির 'গণ-মজুত' ও 'খাদ্য-সহায়তা'-র ক্ষেত্রে বর্তমানের নির্ধারিত সীমা তুলে দিতে হবে। তুলে দিলে দেশের ষাট কোটি চাষি ও তিরাশি কোটি বুভুক্ষু মানুষের ভালো হবে।

দন্তশূল ১৯/৯৮

দাঁতের মাজনের মোড়ক থেকে কুড়ি হাজার চারশো ষাট টন কাগজের বর্জ্য। ভুবনেশ্বরের সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এই তথ্য দিয়েছে।

বাঃ ১৯/৯৯

ইউরোপে কীটনাশক ব্যবহারে রাশ। রাশ এ মাস থেকে। ইউরোপে কীটনাশকে মৌমাছি নাশ হচ্ছে। এই বিশেষ চিহ্নিত কীটনাশক বানায় বেয়ার ও সিনজেন্টা।

NOব্বই ১৯/১০০

বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেন বাড়ানোয় বিশ্বের নবব্বই কোম্পানি দায়ী। এই বদ্ধির পরিমাণ বিশ্বের মোট পরিমাণের দুই শতাংশ। এই নব্বই কোম্পানির সিংহভাগ আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স ও কানাডার। তালিকায় কোল ইন্ডিয়া,ওএনজিসি ও সিঙ্গরৌলি কোলিয়ারিজ এই তিন দেশীয় উদ্যোগও আছে।

প্রবাল ১৯/১০১

চাষ জমির দূষণ ও পয়ঃপ্রণালীর জলের দূষণে প্রবাল প্রাচীরে রোগ বাড়ছে। দূষণ হচ্ছে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের। রোগ বাড়ছে দ্বিগুণ হারে। আবার দূষণ থামলে প্রাচীর আগের অবস্থায় চটপট ফিরে আসছে। প্রবাল প্রাচীর নানা মাছ-উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণের আবাস। এই নিয়ে ২০০৯-১২ তিন বছর গবেষণা হয়। গবেষণা স্থান আমেরিকার ফ্লোরিডা। আর খবরটা পেলাম ২৬ নভেম্বরের গ্লোবাল চেঞ্জ বায়োলজি পত্রে।

সে কী ! ১৯/১০২

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন জিন কারিগরিজাত ভুট্টা চাষ অনুমোদনের পথে। ওখানে গত দশ এগারো বছরে প্রথম। এই ভুট্টা পোকারোধী। বানিয়েছে ডুঁপ ও ডাও কেমিক্যাল।

এই প্রস্তাব ইউরোপ ক্রেতা ও পরিবেশকর্মীর তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়বে। কয়েক দেশের আপত্তির মুখোমুখীও পড়বে। ওখানে প্রস্তাবের কাছে আছে ব্রিটেন ও স্পেন, সুইডেন আর বিপথে ফ্রান্স-অস্ট্রিয়া-পোল্যান্ড। খবরটা দিল www.planetwork.org.

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

জিনশস্য-হানাদারির নয়া ছল

সুব্রত কুণ্ডু

রিশেপিং অ্যাগ্রিকালচার ফর সাসটেনেবল ফিউচার : ফোকাস অন স্মলফার্ম হোল্ডার এই লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড অ্যাগ্রিকালচারাল ফোরামের দ্বিবার্ষিক কংগ্রেস হয়ে গেল ।হল ৪-৭ নভেম্বর ২০১৩। চাষিদের নিয়ে এত বড় আলোচনা হল,কৌতুহল জাগা স্বাভাবিক । বিভিন্ন কাগজপত্র ঘাটাঘাঁটির পর জানা গেল,এই কংগ্রেসে অংশ নেওয়া যায় কিন্তু তার জন্য খরচ করতে হবে ১১ হাজার ৪০০ টাকা। ছোট চাষি মুখ্য আলোচ্য অথচ তাদেরই তো দূরে সরিয়ে রাখা হল । কৌতুহল আরো বাড়ল । আরও যেসব কাগজপত্র, তথ্য ইত্যাদি নেট ঘেঁটে পাওয়া গেল তা ভয়ংকর ।

ওয়ার্ল্ড অ্যাগ্রিকালচারাল ফোরাম বা ডব্লুএএফ কৃষি ব্যাবসায় যুক্ত মনস্যান্টোসহ বড় কোম্পানিগুলির সরকারের নীতি প্রণেতাদের প্রভাবিত করার মঞ্চ। এরা বহুজাতিকের স্বার্থে কৃষির ছবিও বদলাতে চায়। এদের সদর দফতর মার্কিন মুলুকের সেন্ট লুইস-এ,যেটা মনস্যান্টোরও সদর দফতর। এদের বেশিরভাগ পারিষদ বহুজাতিক কোম্পানির মাথা। ১৯৯৭ সালে লিওনার্দো গুয়ারিয়ার উদ্যোগে তৈরি এই ডব্লুএফও। গুয়ারিয়া ছিলেন মার্কিন সয়াবিন অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান। যারা সয়াবিন শিল্পের জন্য সরকারকে প্রভাবিত করত। চেয়ারম্যান ড. কে এম বেকার ছিলেন মনস্যান্টোর সরকার বিষয়ক লেনদেন শাখার প্রধান । যিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিন পরিবর্তিত সয়াবিন অনুমোদনে সফল হয়েছিলেন। ডেভিড ফ্রিডম্যান ফোরামের মুখ্য অর্থ-বিষয়ক আধিকারিক। ফ্রিডম্যান আগে ছিলেন পশুখাদ্য ও ওষুধ ব্যাবসার বহুজাতিক নোভাস ইন্টারন্যাশনাল-এর ব্যাবসা নিয়ামক। এই নোভাস আগে মনস্যান্টোর কোম্পানি ছিল।

আমেরিকার সবচেয়ে বড় বিয়ার কোম্পানি আনহাউজার বুশ-এর পূর্বতন ভাইস প্রেসিডেন্ট ফোরামের নির্বাহী আধিকারিকদের একজন। এই সংস্থাই বর্তমানে জৈব জ্বালানি তৈরিতে উঠে পড়ে লেগেছে। এর অফিসও সেন্ট লুইসএ। দেখা যাচ্ছে ডব্লু এএফ -এর ১১ জন ডিরেক্টরের ৮ জন সরাসরি বহুজাতিকের সঙ্গে যুক্ত। বাকি ৫ জন যুক্ত পরোক্ষভাবে। নেস্‌লে, টাইসন ফুড, গেটস ফাউন্ডেশন,ডি ওয়ান অয়েলস, বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএফপিআরআই-এর মতো বহু সংস্থা ডব্লুএএফ-এর দ্বিবার্ষিক কংগ্রেসে টাকা ঢালতে ব্যগ্র। যে কংগ্রেস হায়দ্রাবাদে হল তার অর্থ এসেছে বায়ার ক্রপ সায়েন্স (যারা জিন পরিবর্তিত ফসল ও কৃষি রাসায়নিক বিষ প্রস্তুতকারক), মনস্যান্টো, নোভোজাইমস, ফুডপোলিস, জৈন ইরিগেশন সিস্টেম, নোভাস ইন্টারন্যাশনাল, ইউ এস সয়াবিন এক্সপোর্ট কাউন্সিল,বিএএসএফ ও ইউনাইটেড ফসফরাস।

সন্দেহ নেই ডব্লুএএফ তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করবে। ছোট চাষিদের কীসে ভালো কীসে মন্দ তা এই আলোচনার প্রতিপাদ্য হলেও, এতে জিন পরিবর্তিত ফসল ও রাসায়নিকের প্রসার, কৃষির শিল্পায়ন ইত্যাদির মাধ্যমেই যে ছোট চাষিদের ভালো হবে একথাই তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এটা তারা করতেই পারে। কিন্তু সরকারি ব্যবস্থা ও মন্ত্রীসান্ত্রির এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া বিপজ্জনক। অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ সহ কয়েকটি রাজ্য সরকার এ বিষেয় যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছে। সরকার একবার স্বীকৃতি দিলে, এদের গবেষণা সংস্থাগুলিকে প্রভাবিত করা সহজ হবে এবং ভারতে এদের উদ্দেশ্য মোতাবেক কাজ শুরু হবে। ভয় এখানেই।

অন্ধ্রপ্রদেশের এপি কিষান কংগ্রেস, এ পি রায়থু সংঘম, ভারতীয় কিষান মোর্চা,তেলুগু রায়থু ,ভারতীয় কিষান সংঘ, রায়থু স্বরাজ্য ভেদিকা নামের কৃষক সংগঠনগুলি বিরোধিতা করছে ।বিরোধিতা করছে নানা নাগরিক সংগঠনও । মনস্যান্টো ও তার দোসরদের এই উদ্যোগ হল একটা বৃহত্তর ছকের অংশ। নানাভাবে তারা ভারতের কৃষি বরাদ্দকে প্রভাবিত করতে চাইবে। তারা সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছে দেশীয় কিছু মীরজাফর, জগৎ শেঠদের । কিন্তু জিন পরিবর্তিত বেগুনের বিপক্ষে ভারত জুড়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ যেমন এই বেগুনের প্রসারকে থামিয়ে দিয়েছে, সেরকমই এইসব মুনাফাখোর কোম্পানির লোভীদের সব প্রচেষ্টাই বারে বারে ব্যর্থ করতে হবে প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমেই।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

ঘাট হয়েছে ১৯/১০৩

পশ্চিমঘাট পাহাড়ে উত্তরাখন্ডের মতো বিপদ আসতে পারে। কারণ ওখানে প্রাকৃতিক সম্পদ লুট হচ্ছে, ওখানে বৈজ্ঞানিক বিধি ভেঙে বেআইনি ইমারত উঠছে, জঙ্গল কমছে নদী, শুকোচ্ছে। পাহাড়ও কমছে, খাদান করে।

এই নিয়ে গ্যাডগিল কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে। রিপোর্ট নিয়ে সোরগোল উঠেছে। কর্নাটক, কেরল, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে প্রধান রাজনীতর দলগুলেসোচ্চার হচ্ছে। www.thehindu.com এই খবর দিল

ভু টান ১৯/১০৪

কালো ঘাড়ের সারস কমছে। কমছে ভুটানের বুমথাঙে। কালো ঘাড়ের সারস ওখানে বিপন্ন। এই সারস নিয়ে ওখানে সমীক্ষা হয়েছে। সমীক্ষা থেকে এই বিপন্ন সারস সংরক্ষণের আওতায় আনার আর্জি উঠছে। খবরটা দিল www.kuenselonline.com

প্রকাশিত হয়েছে

কৃষি একটি অব্যর্থ মারণাস্ত্র

দেশে এক নতুন চুক্তি আসছে। চুক্তির নাম ভারত-মার্কিন কৃষি জ্ঞান চুক্তি। চুক্তির ফলে কৃষকের স্বাধীনতা লোপ পাবে। দেশি বীজ আর থাকবে না। জীব বৈচিত্র লোপাট হবে। কৃষি চলে যাবে বহুজাতিকের হাতে। এইসব নিয়ে এই বই।

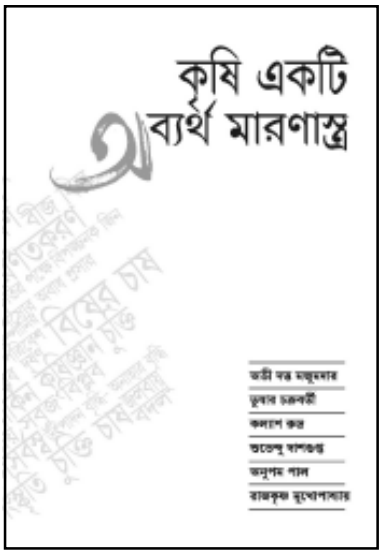

সাইজ (৪.৭৫"X ৭") সাইজে ১৪ পয়েন্টে ন্যাচারাল কালার কাগজে ছাপা, পাতা সংখ্যা ৭৯, মূল্য : ৫০ টাকা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪।।২৪৪২৭৩১১ ।।৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু